তারিখঃ- ২৭.০৬.২০১৯

"জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন (২০১৮-২০১৯) শীর্ষক কর্মশালা " এর কার্যবিবরণী

হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন ,প্রধান কার্যালয় এর ৩১/০৭/২০১৮ তারিখের ১৭৭০ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুসারে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, রংপুর কর্তৃক ২৮/০৫/২০১৯ তারিখ সকাল ১১:০০ টায় "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন (২০১৮-২০১৯) শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় । উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন অত্র অফিসের জেনারেল ম্যানেজার জনাব এনামুল হক ।কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন নিয়ন্ত্রণাধীন প্রিন্সিপাল অফিস, রিজিওনাল অফিস, কর্পোরেট শাখা প্রধানসহ এই অফিসের নৈতিকতা কমিটির সদস্যগণ ।

২.০০ পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত এর মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয় ।

৩.০০ শুরুতেই জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, রংপুরের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সভাপতির অনুমতিক্রমে তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন যে,২০১২ সাল থেকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক চালূ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে । এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ।রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের মত এ ব্যাংকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয়েছে । সে মোতাবেক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্জিত অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে । জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা,দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক নীতিমালা হালনাগাদকরণ ও পরিপত্রজারি,তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রম (ই-গভারনেন্স) সহজীকরণ,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ,শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান,অর্থ বরাদ্দ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শীর্ষক ১১টি ক্ষেত্রে কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে ।

৪.০০ জেনারেল ম্যানেজার জনাব এনামুল হক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকল ডিজিএম, এজিএম, কর্পোরেট শাখা প্রধানগণসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জিত অগ্রগতি সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ অবহিত করেন :

ক) সোনালীব্যাংক স্টাফ কলেজ ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সমূহে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী জনপ্রতি ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ লক্ষমাত্রার বিপরীতে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । বর্তমানে ১২১৫টি শাখা সিবিএস এর আওতায় আনা হয়েছে এবং সাইবার সিকিউরিটির আওতায় কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে ।

খ) অত্র কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন পিও/আরও প্রধানগণের মধ্য হতে সম্মিলিতভাবে ক্যাটাগরি অনুযায়ী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০১৮ প্রদানের জন্য যোগ্য নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মনোনয়ন প্রদান করে প্রধান কার্যালয়ে নাম প্রেরণ করা হয়েছে ।

গ) শাখা পরিদর্শনে দেখা যায় যে, শাখা/কার্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতির হার অত্যন্ত সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । শাখার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অপরিহার্য ।যতদুর সম্ভব শাখা/কার্যালয়সমূহ দৃষ্টিনন্দন করতে হবে ।জানালার সামন থেকে প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দিনের আলোর ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে । এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে ।

ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কল্পে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে । মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সার্কুলার পিও,আরও এবং শাখা পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অবহিত করতে হবে । ভূয়া-বেনামী, ভিত্তিহীন ও পরিচয় গোপনকারী অভিযোগকারীকেও তদন্তের আওতায় আনতে হবে ।

৪.০০ সভার এ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রিন্সিপাল অফিস, রিজিওনাল অফিস, কর্পোরেট শাখা প্রধানগণ ব্যবসায়িক তথ্য ও অর্জন তুলে ধরেন এবং তারা সকলেই ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকারাবদ্ধ হন ।

৫.০০ পরিশেষে সভাপতি মহোদয় তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে, শুদ্ধাচার যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের পুর্বশর্ত ।শুদ্ধাচার হচ্ছে মানুষের চরিত্রনিষ্ঠা । নৈতিকতা,কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার মধ্য দিয়ে যে আচরণ তা-ই শুদ্ধাচার । শুদ্ধাচারের অনুপস্থিতিতে মানুষ দুর্নীতি,অন্যায়-অবিচার,সন্ত্রাস ও বৈষম্যের শিকার হয় । দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয় ।ফলে ব্যাংকের সকল স্তরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সকলকে উদ্যোগী হতে হবে ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে কর্মশালার পরিসমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(এনামুল হক)
জেনারেল ম্যানেজার
ও
সভাপতি
জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে
নৈতিকতা কমিটি